কুষ্টিয়ায় দু’পক্ষের সংঘর্ষ: জামায়াত নেতাসহ ২১ জন আটক

কুষ্টিয়ার মিরপুরে শিশুদের খেলাধুলাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে এক অভিভাবক গুরুতর আহত হয়েছেন।

এ ঘটনায় পুলিশ অভিযান চালিয়ে ২১ জনকে আটক করেছে। শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার আমলা ইউনিয়নের বুরাপাড়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। আটককৃতরা জামায়াতে ইসলামীর কর্মী-সমর্থক বলে জানা গেছে।

এদিকে আটককৃতদের মধ্যে কয়েকজন অভিযোগ করেন, নামাজের সময় তাদেরকে আটক করা হয়েছে এবং তারা এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত নন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার বুরাপাড়া গ্রামে দুই শিশুর মধ্যে খেলাধুলা নিয়ে মারামারির ঘটনা ঘটে। এ নিয়ে এক শিশুর অভিভাবক অপর পক্ষের কাছে জানতে চাইলে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। একপর্যায়ে প্রতিপক্ষরা ওই অভিভাবকের ওপর হামলা চালায়। এতে আক্তার হোসেন নামের একজন গুরুতর আহত হন। তার মাথার হাড় ভেঙে যায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে প্রথমে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং পরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

মিরপুর উপজেলা জামায়াতের আমির খন্দকার রেজাউল করিম বলেন, দুই পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনায় পুলিশ এক পক্ষের মামলার ভিত্তিতে যাচাই-বাছাই ছাড়াই গণহারে লোকজনকে আটক করেছে। আটককৃতদের মধ্যে একজন রোকন সদস্য রয়েছেন, বাকিরা কর্মী-সমর্থক।

মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহিদুল ইসলাম বলেন, খেলাধুলাকে কেন্দ্র করে দুই শিশুর মারামারি থেকে ঘটনাটি বড় আকার ধারণ করে এবং গ্রামে দুই পক্ষের সৃষ্টি হয়। এ সময় একজন গুরুতর আহত হন। এক পক্ষ মামলা দায়ের করেছে, অপর পক্ষ এখনও মামলা দেয়নি।

যে পক্ষ মামলা দিয়েছে, সেই মামলায় ২১ জনকে আটক করা হয়েছে। যাচাই-বাছাই শেষে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শৈলকুপায় দু’পক্ষের সংঘর্ষে আহত ব্যক্তির মৃত্যু

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার দীঘলগ্রামে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দু’পক্ষের সংঘর্ষে আহত কৃষক বাদশা মোল্লা (৪৪) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছে।

আজ সোমবার (৯ ডিসেম্বর) সকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। নিহত বাদশা মোল্লা ওই গ্রামের রাহেন মোল্লার ছেলে এবং বিএনপি কর্মী।

স্থানীয়রা জানায়, এলাকায় সামাজিক আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দীঘলগ্রামের মোক্তার মোল্লার সমর্থকদের সাথে মাহাতাব মোল্লার সমর্থকদের মাঝে বিরোধ চলে আসছিলো। এরই জেরে গত শুক্রবার উভয়-পক্ষের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে মোক্তার মোল্লার সমর্থক বাদশা মোল্লা গুরুতর আহত হয়। তাকে উদ্ধার প্রথমে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ও পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়। আজ সোমবার সকালে চিকিৎসাধীণ অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

এদিকে তার মৃত্যুর সংবাদ এলাকায় পৌঁছালে প্রতিপক্ষের বেশ কয়েকটি বাড়ি-ঘর ভাংচুর ও লুটপাট করা হয়। এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম) মহিদুর রহমান জানান, ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন আছে। পরিস্থিতি এখন শান্ত আছে।

হরিণাকুণ্ডুতে দু’পক্ষের সংঘর্ষে আহত ২১, ইউপি সদস্যসহ আটক ৫

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে সামাজিক দ্বন্দ্বের জেরে সাবেক ও বর্তমান ইউপি সদস্যের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে কমপক্ষে ২১ জন আহত হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িত বর্তমান ইউপি সদস্য কুরবান (৪৮)সহ ৫ জনকে আটক করেছে হরিণাকুণ্ডু থানা পুলিশ।

আজ শনিবার (১৮মে) সকালে উপজেলার কাপাশাটিয়া ইউনিয়নের পোলভাতুড়িয়া গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে হরিণাকুণ্ডু থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

এ ঘটনায় আহতরা হলেন ওই এলাকার ইসরাইল হোসেনের ছেলে হাশেম কাজী (৩৫), হাশর কাজী (৩০), আব্দুলের ছেলে করিম (৫২), মক্কেলের ছেলে পানু (১৯), আনসার কাজীর ছেলে লতিফকাজী (৪২), আবু তালেবের ছেলে রাহুল (১৮), মৃত সিফাতের ছেলে আব্দুল গণি (৭০), সমশের কাজীর ছেলে নজরুল কাজী (৪৮) মৃত সোহরাবের ছেলে মধু (৪৬), বাসারেতের ছেলে শহিদুল (৫৫), মৃত মজিবারের ছেলে বিল্লাল এবং মিন্টু, বজলু (৪০), রেশমা (৩৫), জগেশ (২৮), রায়হান(৪২)সহ অজ্ঞাত আরো ১২ জন।

আহতদের মধ্যে ৯ জনকে উদ্ধার করে হরিণাকুন্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে ইসরাইল কাজীর ছেলে হাসেম কাজীর অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁকে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

বাকি ১১ জনকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সেখানে বিল্লাল ও মিন্টুর অবস্থার অবনতি হলে তাদের ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়।

পুলিশ ও স্থানীয় সুত্রে জানা যায়, গত ১১মে উপজেলার পোলভাতুড়িয়া গ্রামের চেরাক আলী মন্ডলের ছেলে আজিবর রহমানের বাড়ির বৃষ্টির পানি প্রতিবেশী মশিউর কাজীর উঠান দিয়ে খালে বের করা নিয়ে কথা- কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে তারা সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এতে উভয়পক্ষের ৭ জন আহত হয়েছিল। এ ঘটনায় থানায় মামলাও হয়েছে। পরে স্থানীয় চেয়ারম্যান উভয়পক্ষের সম্মতিতে বিষয়টি মীমাংসা করে। এর জের ধরে

আজ শনিবার সকালে সাবেক মেম্বারের সমর্থক হাশেম কাজী ও তার ভাইয়েরা বাড়ির পার্শ্ববর্তী মাঠ এলাকায় ধান গোছানোর কাজ করতে গেলে প্রতিপক্ষ বর্তমান ইউপি সদস্য কুরবান মেম্বরের দুই ভাই দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সাবেক মেম্বরের লোকজনের ওপর অতর্কিত হামলা করে। এসময় হাশেম কাজী ও হাসর কাজীকে দা দিয়ে কুপিয়ে আহত করে। পরে ঘটনাটি এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে।এতে উভয় পক্ষের ২১ জন্য আহত হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাথানে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে পুলিশ ও স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। আহত মশিয়ারের সমর্থকরা এব্যাপারে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান শরাফত দৌলা ঝন্টু কে ইন্ধনদাতা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তারা বলেন ইউপি চেয়ারম্যান ইচ্ছা করেই এই দ্বন্দ্ব জিইয়ে রেখেছেন। তিনি ইচ্ছা করেই কুরবান মেম্বরের দিয়ে এগুলো করিয়ে থাকেন।

স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান শরাফত দৌলা ঝন্টু বলেন, কয়েকদিন আগে বৃষ্টির পানি বের করাকে কেন্দ্র করে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে একটা ঝামেলা হয়। ওই ঘটনা নিয়ে আজ সকালে তারা দু’পক্ষই সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এতে অনেকে হতাহত হয়েছে। সবাইকে উদ্ধার করে জেলা ও উপজেলার বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

হরিণাকুণ্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জিয়াউর রহমান বলেন, দু’পক্ষের সংঘর্ষে অনেকে আহত হয়েছেন। ঘটনার সঙ্গে জড়িত ইউপি সদস্য কুরবান আলীসহ ৫ জনকে আটক করা হয়েছে এবং মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলেও তিনি জানান।

দামুড়হুদার দলকা বিলে মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের সংঘর্ষ

দামুড়হুদা উপজেলার গোপালপুর গ্রামের দলকা বিলে মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের মারামারির ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয় পক্ষের চার জন আহত হয়েছে। আহতরা দামুড়হুদা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ও

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এ ঘটনায় দামুড়হুদা মডেল থানায় পাল্টাপাল্টি মামলা করেছেন।

উভয় পক্ষের আহতরা হলেন, গোপালপুর গ্রামের আমির হামজার ছেলে জুড়ানপুর ইউপি সদস্য নজরুল ইসলাম (৫০) আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে রুহুল আমীন, অপর পক্ষে একই গ্রামের জালাল মন্ডলের ছেলে মোজাম্মেল ও নুরুল আলমের ছেলে বখতিয়ার হোসেন। হাসপাতালে ভর্তি আছে এবং প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বেশ কয়েকজন বাড়ি ফিরে গেছে। এবিষয়ে উভয় পক্ষ দামুড়হুদা মডেল থানায় মামলা দায়ের করেছে। এক পক্ষের বাদি উপজেলার গোপালপুর গ্রামের মৃত জালাল মন্ডলের ছেলে মোঃ হকাজ্জেল (৪৫) এবং অপর পক্ষের বাদি একই গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে মো: রুহুল আমীন (৩০)। উভয় পক্ষ প্রায় ১৫ জনের নামে মামলা দায়ের করে।

পুলিশ সুত্রে জানাগেছে, গতকাল রোববার সকালে দামুড়হুদা উপজেলার দলকা লক্ষিপুর বিল নিয়ে দুই পক্ষ মারামারি করেছে। এতে উভয় পক্ষের ৪ জন আহত হয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি আছে এবং প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বেশ কয়েকজন বাড়ি ফিরে গেছে। দুই পক্ষই দামুড়হুদা মডেল থানায় মামলা দায়ের করেছে। উভয় পক্ষের মামলা দামুড়হুদা মডেল থানায় প্রক্রিয়াধীন ছিল এবং মারামারির ঘটনায় দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

দলকা লক্ষিপুর বিল মৎস্য সমবায় সমিতর পক্ষে মামলার বাদি উপজেলার গোপালপুর গ্রামের মৃত জালাল মন্ডলের ছেলে মোঃ হকাজ্জেল বলেন, আমরা নৌকার পক্ষে ভোট করায় দলকার বিলের বিষয় নিয়ে আমাদেরকে স্বতন্ত্র ট্রাকের নেতাকর্মীরা হামলা চালাচ্ছে। আবার ওপর পক্ষ দলকা বিলে হেমায়েতপুর প্রগতি মৎসজীবী সমবায় সমিতির পক্ষে পাহারাদার ও মামলার বাদি উপজেলার গোপালপুর গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে মো: রুহুল আমীন বলেন, আমরা স্বতন্ত্র ট্রাকের পক্ষে ভোট করায় দলকার বিলের বিষয় নিয়ে নৌকার পক্ষের লোকজন আমাদের উপরে হামলা চালাচ্ছে। তাদেরকে বিলে মাছ ধরতে নিষেধ করলেও তারা জোরপূর্বক বিলে মাছ ধরে এবং আমাকে সহ একজন ইউপি সদস্যকেও মারধর করে। বিষয়টি নিয়ে এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে।

বিষয়টি নিয়ে এলাকাবাসী জেলা প্রশাসক ও চুয়াডাঙ্গা ০২ আসনের সংসদ সদস্য হাজি মো: আলী আজগার টগর এমপির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবির

বলেন, দুই পক্ষের মামলা রেকর্ড হয়েছে। আসামিদের ধরতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

মেহেরপুরে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের সংঘর্ষে আহত ২

মেহেরপুরের রাধাকান্তপুর মধ্যপাড়ায় ফুটবল খেলা কে কেন্দ্র করে সৃষ্ট মনোমালিন্য থেকে উদ্ভূত সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছেন দুই জন।

গতকাল সোমবার (২৮ আগষ্ট) রাতে দুই পক্ষের সৃষ্ট সংঘর্ষে রাধাকান্তপুর মধ্যপাড়ার আব্দুল কাদের মিয়ার ছেলে রিপন মিয়া(৩৫) এবং মোঃ জাহর আলীর ছেলে মোঃ সাজু মিয়া (৩৬) গুরুতর আহত হয়। আহতদের উদ্ধার করে মপহেরপুর সদর হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক রিপন মিয়াকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন। আহত অপর ব্যক্তি সাজু মেহেরপুর সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছে।

এলাকাবাসী সুত্রে জানা গেছে, সংঘর্ষের আগের দিন ২৭ আগষ্ট সন্ধ্যা ৭টায় ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে রাধাকান্তপুরের আব্দুস সালামের ছেলে মিলন ও মোঃ জাহর আলীর ছেলে সানির মধ্যে মনোমালিন্য হয়। এরই জের ধরে গতকাল সোমবার রাতে সংঘর্ষের সুত্রপাত হয়।

মেহেরপুর থানা পুলিশের একাধিক সূত্র ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানিয়েছে এ ব্যাপারে থানায় কোন পক্ষ লিখিত অভিযোগ করেনি। লিখিত অভিযোগ প্রার্থী সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।